প্রথম আলো

তথ্যপ্রযুক্তির অদম্য ৪

কারও হাত থেকেও নেই, কারও চোখে আলো নেই, হুইলচেয়ারে বসে আছেন কেউ কেউ। আবার প্রচণ্ড মেধাবী কেউ অস্থিরভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সবাই সমাজের চোখে প্রতিবন্ধী। কিন্তু নিজেদের চোখে? তাঁরা কেউই কম নন কোনো দিক থেকে, তাঁরা অদম্য। আর তা প্রমাণ করতেই যেন তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন সবাই।

৪ জুন যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার এক বিচারক ইউএপির সহযোগী অধ্যাপক খান মো. আনোয়ারুস সালাম বলেন, ‘একজন সুস্থ মানুষ যে রকমভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট পারে এবং ইন্টারনেটে তথ্য খুঁজে বের করতে পারে, এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের দক্ষতাও ঠিক সে রকম।’ সারা দেশ থেকে ৫২ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেটের নানা বিষয়ে দক্ষতা দেখান দৃষ্টি, শারীরিক, বাক্ ও শ্রবণ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট (অটিজম) প্রতিবন্ধী। চার বিভাগে প্রথম পুরস্কার পাওয়া চারজন হলেন সাইফুল ইসলাম, কাজী নুসরাত সিনতিয়া, মো. আরমান কালাম ও রাফিদ আহসান। তাঁরা এ বছরের নভেম্বরে চীনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক এক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এই প্রতিযোগিতার

আয়োজন করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), সূচনা ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) এবং ইউএপি এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছে। প্রতিযোগিতায় চার বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনকারী চারজনের কথা থাকছে এখানে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা কাটাতে চান সাইফুল

‘আমি বিশ্বাস করি আমি পারব। এ ভাবনা থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম,’ বলছিলেন সাইফুল ইসলাম। ঢাকা কলেজের এই শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবার। কম্পিউটারের সঙ্গে তাঁর সখ্য কীভাবে হয়, জানতে চাওয়া হলে বলেন, ‘আত্মীয়স্বজন কম্পিউটার ব্যবহার করত। সেখান থেকেই আমার আগ্রহের শুরু। পরে আমার বাবা আমাকে কম্পিউটার কিনে দেন এবং ব্যবহারে সাহায্য করেন।’ এই কম্পিউটার ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে চান বলে জানিয়েছেন সাইফুল ইসলাম। তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

বিজ্ঞানে আগ্রহ নুসরাতের

কম্পিউটার বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেননি কাজী নুসরাত সিনথিয়া। জানাশোনা বলতে স্কুল ও বাসায় কম্পিউটার ব্যবহার করে যা রপ্ত করতে পেরেছেন। সিনথিয়ার বাবা কাজী মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক রয়েছে সিনথিয়ার। এরই অংশ হিসেবে কম্পিউটারে আগ্রহ তাঁর। রাজধানীর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথিয়া। পড়াশোনার বিভাগ হিসেবেও বিজ্ঞান বেছে নিয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এই প্রতিযোগী।

তথ্যপ্রযুক্তিতে মনোযোগী রাফিদ

বিচারকদের মতে, নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী (অটিজম) বিভাগের প্রতিযোগীরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি মেধাবী। জন্মগতভাবেই তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে দুনিয়াটাকে একটু ভিন্ন চোখে দেখা শুরু করেন। এ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রাফিদ আহসান। কম্পিউটার নামের যন্ত্রটির প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ।

তাঁর সব মনোযোগ কম্পিউটারের পর্দায়

চট্টগ্রামের ছেলে মো. আরমান কালাম বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিভাগে প্রথম হয়েছেন। প্রতিযোগিতার দিন দেখা যায় আরমান যখন কম্পিউটার ব্যবহার করেন, একনাগাড়ে এই যন্ত্রটি চালিয়ে যেতে চান তিনি।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/879133/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A7%AA

প্রথম আলো

প্রতিবন্ধীদের আইটি প্রতিযোগিতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

এদেরই কেউ একদিন প্রযুক্তিবিশ্ব জয় করবে

‘যতজনই শারীরিক প্রতিবন্ধী থাকুক না কেন, এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকবে। এ জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে যুব প্রতিবন্ধী সুরক্ষা-বিষয়ক আইন পাস করেছে। এটি তাদের প্রতি কোনো মায়া নয়, এটি তাদের অধিকার। আমি আশা করছি, একদিন এদেরই কেউ প্রযুক্তিবিশ্ব জয় করার মতো কোনো প্রযুক্তিবিদ হবে।’ যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ। রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) গতকাল শনিবার এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সরকারের আইসিটি বিভাগ। আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), সূচনা ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) এবং ইউএপি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ইউএপির উপাচার্য জামিলুর রেজা চৌধুরী জানিয়ে দেন, ২০ বছর আগে আজকের এই দিনে (৪ জুন) ১৯৯৬ সালে দেশে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগ চালু হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সূচনা ফাউন্ডেশনের ভাইস

চেয়ারপারসন প্রাণ গোপাল দত্ত, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. হারুনুর রশীদ, সিএসআইডির নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহুরুল আলম ও বিসিসির পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী (অটিজম)—এই চার বিভাগে সারা দেশ থেকে মোট ৫২ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেটের নানা বিষয়ে প্রতিযোগীদের দক্ষতা দেখে বিচার করা হয়েছে।
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে সাইফুল ইসলাম, মুখলেছুর রহমান ও জাহিদুল ইসলাম। কাজী নুসরাত সিনতিয়া, মো. খালেদ হোসেন ও মো. শরিফুল ইসলাম শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন। বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে মো. আরমান কালাম, সামুরা ও সাকিব খান। অটিজম বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে রাফিদ আহসান, এস এম ফেরদৌস আহসান ও রিসতা গালিব।
প্রতি বিভাগের সেরা তিনজনের প্রত্যেককে ৪০, ৩০ ও ২০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। চার বিভাগের চার চ্যাম্পিয়ন এ বছরের নভেম্বরে চীনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক এক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/878371/%E0%A6%8F%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%9C%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87

দৈনিক ইত্তেফাক

যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা

০৫ জুন, ২০১৬ ইং

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল সকাল ৯টায় রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ক্যাম্পাসে প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বিগত ৭ বছর সরকার তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সাফল্য পেয়েছে অনেক। তবে দেশে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক লোকবল প্রতিবন্ধী। তাদের তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তারাই ধারাবাহিকতা আইসিটি বিভাগ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করেছে'। তিনি আরও জানান, আইসিটি বিভাগ তাদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামীতেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানান আইসিটি সচিব। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মোট ৫২ জন প্রতিযোগী চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সেরা প্রথম ৩ জনকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকে

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/it-corner/2016/06/05/123600.html

কালের কণ্ঠ

'প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে'

দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আগামীকাল শনিবার সকাল ৯টায় এশিয়া প্যাসিফিক ইউনির্ভার্সিটিতে প্রতিবন্ধী যুবাদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক নিজে উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্বাবধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এ কারনেই তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্য প্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পলক বলেন, এ আইটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার এবং দক্ষতা বৃদ্ধিও প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি আহরণ করা এবং তা আয়ত্ব করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবকদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপগুলো হলো, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরোডিজঅর্ডার ও অটিজম প্রতিবন্ধী। এ প্রতিযোগিতায় চারটি বিষয় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফ্ট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রশ্ন সমাধান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিকে এ জন্য কম্পিউটারে বসে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান শেষ করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নিয়ে আগামী নভেম্বর মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ফর ইয়ুথ ডিসএ্যাবিলিটিস (জিআইটিসি) এ অংশগ্রহণের জন্য দল গঠন করা হবে। ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ সদস্যেও একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কোরিয়া সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ পারসনস উইথ ডিসএ্যাবিলিস (কেএসআরপিডি)।

http://www.kalerkantho.com/online/Politics/2016/06/03/365729#sthash.JgoJXq8C.dpuf

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Jonokantha

আজ প্রতিবন্ধীদের আইটি প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তোলা হবে। এজন্য প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ জানিয়েছে, এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আজ শনিবার সকাল ৯টায় এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আর এ কারণেই তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ আইটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার ও দক্ষতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আহরণ করা ও তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে।

এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

প্রযুক্তি বিভাগ জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবকদের চার গ্রুপে ভাগ করে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপগুলো হলো, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরোডিজঅর্ডার ও অটিজম প্রতিবন্ধী। এ প্রতিযোগিতায় চারটি বিষয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রশ্ন সমাধান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিকে এ জন্য কম্পিউটারে বসে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান শেষ করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নিয়ে আগামী নবেম্বর মাসে চীনে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ফর ইয়ুথ ডিসএ্যাবিলিটিস (জিআইটিসি) এ অংশগ্রহণের জন্য দল গঠন করা হবে। ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কোরিয়া সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ পারসনস উইথ ডিসএ্যাবিলিস (কেএসআরপিডি)।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/195294/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

আলোকিত বাংলাদেশ
উন্নয়নের মূলধারায়

প্রতিবন্ধীদের আইটি ট্রেনিং দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে সরকার

দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তুলতে প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) শনিবার সকাল ৯টায় এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে প্রতিবন্ধী যুবাদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এ কারণেই তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্য প্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পলক বলেন, এ আইটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার

এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি আহরণ করা এবং তা আয়ত্ব করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

http://www.alokitobangladesh.com/online/details/7651

ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata

‘প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান দেবে সরকার’

শুক্রবার , ০৩ জুন ২০১৬, ৯:১৩ অপরাহ্ন

:: নিজস্ব প্রতিবেদক ::

দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তুলতে প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ

উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আজ শনিবার সকাল ৯টায় এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে প্রতিবন্ধী যুবাদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এ কারণেই তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। পলক বলেন, এ আইটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আহরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবকদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রুপগুলো হলো- শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডিজঅর্ডার ও অটিজম প্রতিবন্ধী। এ প্রতিযোগিতায় চারটি বিষয় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফ্ট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রশ্ন সমাধান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এ জন্য কম্পিউটারে বসে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান শেষ করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নিয়ে আগামী নভেম্বর মাসে চীনে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ফর ইয়ুথ ডিসঅ্যাবিলিটিসে (জিআইটিসি) অংশগ্রহণের জন্য দল গঠন করা হবে।২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশ নিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কোরিয়া সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ পারসনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিস (কেএসআরপিডি)।

http://dailyvorerpata.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D/

বাংলা ট্রিবিউন

প্রতিবন্ধীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে: পলক

রুশো রহমান২০:৫২, জুন ০৩, ২০১৬

দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তুলতে প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়া প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) যৌথ উদ্যোগে শনিবার সকালে রাজধানীর এশিয়া প্যাসিফিক ইউনির্ভার্সিটিতে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান করা হবে।

পলক বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আহরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবাদের ৪টি গ্রুপে ভাগ করে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপগুলো হলো: শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরোডিজঅর্ডার ও অটিজম প্রতিবন্ধী। এ প্রতিযোগিতায় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফ্ট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এজন্য কম্পিউটারে বসে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান শেষ করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নিয়ে আগামী নভেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ফর ইয়ুথ ডিজ-অ্যাবিলিটিজ (জিআইটিসি) -এ অংশগ্রহণের জন্য দল গঠন করা হবে। ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কোরিয়া সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ পারসনস উইথ ডিজ-অ্যাবিলিটিজ (কেএসআরপিডি)।

http://www.banglatribune.com/sport/news/110709/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87

BANGLA NEWS 24.com
সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ

যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা

ছবি: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

ঢাকা: বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার (০৪ জুন) সকাল ৯টায় রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের গ্রিন রোড ক্যাম্পাসে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন কাইয়ুস রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর এম আর কবির ও সূচনা ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মাজহারুল মান্নান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ এ আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। যা দেশের যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটি চর্চা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ ঘটাবে।

একই সঙ্গে তা সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশের উপযুক্ত মানবসম্পদ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশীয় এনজিও সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সঙ্গে যৌথভাবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

আয়োজকদের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রতিযোগিতায় সারা দেশে থেকে মোট ৫২ জন প্রতিযোগী চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক বা অটিজম)।

এসব ক্যাটাগরিতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রতিযোগীদের কাজ করতে হবে।

প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সেরা প্রথম তিনজনকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ হাজার টাকা এবং ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট।

বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে দক্ষতার ভিত্তিতে চলতি বছরের নভেম্বর মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

এছাড়া দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উচ্চতর কোর্সে বিনা ফিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

এদিকে বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. হারুনুর রশীদ, সিএসআইডির নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহুরুল আলম, সূচনা ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন ড. প্রাণ গোপাল দত্ত ও বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম।

http://www.banglanews24.com/information-technology/news/493367/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

যুব প্রতিবন্ধীদের জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা

জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টার রাজধানী ঢাকার ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রীণ রোডের ক্যাম্পাসে প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

তিনি বলেন, বিগত ৭ বছর সরকার তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং সাফল্য পেয়েছে অনেক। তবে দেশে একটা উলেখ্যযোগ্য লোকবল প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছি।

তিনি আরও বলেন, আইসিটি বিভাগ প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। প্রতিবন্ধী বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সরকার সহায়তা প্রদান করছে।

আগামীতেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানান আইসিটি সচিব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের বোর্ড অফ ট্রাস্টিসের চেয়ারপার্সন কাইয়ুস রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেস এম আর কবির এবং সূচনা ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ড: মাজহারুল মান্নান।

বিকালের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল পরিচালিত উচ্চতর কোর্সে বিনা ফিতে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়। সকল অংশগ্রহনকারীকে আইসিটি বিভাগ ও বিসিসি আয়োজিত চাকরি মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

http://www.campuslive24.com/campus.162999.live24/

priyo.com
ইন্টারনেট লাইফ

যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো আয়োজিত যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টার রাজধানী ঢাকার ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রীণ রোডের ক্যাম্পাসে প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

(প্রিয় টেক) বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো আয়োজিত যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টার রাজধানী ঢাকার ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রীণ রোডের ক্যাম্পাসে প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার। এ সময় তিনি বলেন, বিগত ৭ বছর সরকার তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং সাফল্য পেয়েছে অনেক। তবে দেশে একটা উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক লোকবল প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছি। তারাই ধারাবাহিকতা আইসিটি বিভাগ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা ২০১৬ আয়োজন করেছে। তিনি আরও বলেন,আইসিটি বিভাগ প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিনামূলে আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। প্রতিবন্ধী বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সরকার সহায়তা প্রদান করছে। আগামীতেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানান আইসিটি সচিব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের বোর্ড অফ ট্রাস্টিসের চেয়ারপার্সন কাইয়ুস রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেস এম আর কবির এবং সূচনা ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী জেনারেল ড: মাজহারুল মান্নান। বিকালের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করবেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

ইউনিভার্সিটি অফ এশিয় াপ্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো.হারুনুর রশীদ, সিএসআইডির নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহুরুল আলম, সূচনা ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপার্সন ড. প্রাণ গোপাল দত্ত এবং বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম।

আয়োজনদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ দেশে প্রথমবারের মতো যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। এ প্রতিযোগিতা দেশের যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটি চর্চা ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশের উপযুক্ত মানব সম্পদ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশীয় এনজিও সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) ও ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক এর সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সারা দেশে থেকে আগত মোট ৫২জন প্রতিযোগিতাটি চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবে। ক্যাটাগরিগুলো হলো ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী খ. শারীরিক প্রতিবন্ধী গ. বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং ঘ. নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক বা অটিজম)। সবগুলো ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিরা মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট-এই চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবেন।

প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সেরা প্রথম তিনজনকে পুরষ্কার হিসেবে দেওয়া হবে যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ হাজার টাকা এবং ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট। বিজয়ী প্রতিযোগিদের মধ্য হতে দক্ষতার ভিত্তিতে আগামী ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল পরিচালিত উচ্চতর কোর্সে বিনা ফিতে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হবে। সকল অংশগ্রহনকারীকে আইসিটি বিভাগ ও বিসিসি আয়োজিত চাকরি মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

http://tech.priyo.com/news/2016/6/05/32118-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE#sthash.5aXQItdB.dpuf

দৈনিক সিলেটের ডাক
THE DAILY SYLHETER DAK

প্রতিবন্ধীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে: পলক

দেশের প্রতিবন্ধী যুবকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্য করে তুলতে প্রথমবারের মতো আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়া প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) যৌথ উদ্যোগে শনিবার সকালে রাজধানীর এশিয়া প্যাসিফিক ইউনির্ভার্সিটিতে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্বাবধান করবেন।

প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে তাদের তথ্য ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান করা হবে।

পলক বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার সম্প্রসারণ এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে আইটি প্রতিযোগিতা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগী যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শেখার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাদের স্কুল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আহরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবাদের ৪টি গ্রুপে ভাগ করে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপগুলো হলো: শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং

নিউরোডিজঅর্ডার ও অটিজম প্রতিবন্ধী। এ প্রতিযোগিতায় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফ্ট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এজন্য কম্পিউটারে বসে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান শেষ করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নিয়ে আগামী নভেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ফর ইয়ুথ ডিজ-অ্যাবিলিটিজ (জিআইটিসি) -এ অংশগ্রহণের জন্য দল গঠন করা হবে। ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কোরিয়া সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ পারসনস উইথ ডিজ-অ্যাবিলিটিজ (কেএসআরপিডি)

http://www.sylheterdak24.com/2016/06/03/37204.html/